দৈনিক

25 JUN 2008

72 16

সংযুক্ত ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগে নিবন্ধনের শর্ত পরিহার করুন

—জমিয়াতুল মোদারেছীন ঢাকা মহানগর

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সমস্যা নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক মহানগর সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মহাসচিব অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, মাদ্রাসার ভিতের প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী শাখা। ১৬ হাজার ইবতেদায়ীকে বিগত সরকারসমূহ জিম্মা পৃঃ ২১ কঃ ৮

জমিয়াতুল মোদারেছীন ১২-এর পৃষ্ঠার পর

দিয়ে দিয়েছে। অল্পকিছু মাদ্রাসা বর্তমানে চলছে যেগুলোর শিক্ষকগণের মাসিক বেতন মাত্র ৫০০ টাকা, যা সত্যিই লজ্জাজনক। সংযুক্ত ইবতেদায়ী শাখাই বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাণশক্তি। সাধারণ শিক্ষার প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগে নিবন্ধনের শর্ত জুড়ে দিয়ে ইবতেদায়ী সেকশনে নিয়োগকৃত হাজার হাজার শিক্ষক এমপিওভুক্ত হতে পারছেন না। নতুন শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না, এ জটিল সংকট সৃষ্টি করে ইবতেদায়ী শাখার লেখাপড়া কার্যক্রম যে ব্যাহত হচ্ছে তা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির কোন মাথা ব্যথা নেই। মহানগর নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এ শর্ত তুলে দিয়ে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা এবং শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ করে দেয়ার জোর দাবী জানান। আলোচনাসভায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন উপাধ্যক্ষ ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ মাওঃ জাফর সাদেক, উপাধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান, সুপার মাওঃ সাঈদুর রহমান নোয়াখালী।

অবিলম্বে কামিল মাদ্রাসা সমূহের স্টাফ প্যাটার্ন বাস্তবায়ন করুন : চট্টগ্রাম জেলা শাখার দাবী

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় চট্টগ্রাম জেলা শাখার অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সাধারণ সভা জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাঃ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় জমিয়তের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা আ ব ম মাসউদ আলম চৌধুরী। জেলা জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল বাশার হাসেমীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুস সবুর চৌধুরী, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোখতার, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হারুন, অধ্যক্ষ মাওলানা কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খান, অধ্যক্ষ আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ফরীদ উদ্দীন, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ সৈয়দ হোসাইন, অধ্যক্ষ মাওলানা নূরুল ইসলাম, সীতাকুণ্ড উপজেলা সভাপতি মাওলানা হাবিবুল্লাহ প্রমুখ। সভায় বক্তাগণ বলেন, ফাজিল, কামিলের মান ঘোষণার পর থেকে শিক্ষা ভবন কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, আদীবসহ কামিল পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সরকারী অফিসে কামিল মাদ্রাসার কোন অস্তিত্ব নেই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বর্তমান কারিকুলাম ও সিলেবাস অনুযায়ী স্টাফ প্যাটার্ন বাস্তবায়নের জন্য যে সুপারিশমালা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে তা সেখানে আটকে থাকায় মাদ্রাসাগুলো শিক্ষক শূন্যতায় নিয়মিত পাঠদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে এর দাবী দাওয়া সরকার ও সংশ্লিষ্টদের কাছে পেশ করলেও কোন প্রকার ফল পাওয়া যায়নি। [illegible] অবিলম্বে কামিল মাদ্রাসার স্টাফ প্যাটার্ন বাস্তবায়নের [illegible] জানান।